সংবাদ

তারিখ 17 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ

নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুল এবং চাহিদার তালিকায় শীর্ষে থাকা ৩০-৩৫টি বেসরকারি স্কুলে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে গত রোববার থেকে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির ফরম বিতরণ ঈদের আগেই শুরু হয়েছে। সরকারি স্কুলে ভর্তি ফরম ক্রয় এবং জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর। স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪, ৬ এবং ১০ জানুয়ারি। এসব স্কুলে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি করা হবে। বাংলা, ইংরেজি ও গণিত এই তিন বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে।

বেসরকারি স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষাও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হওয়ার কথা। বেসরকারি স্কুলগুলোর ভর্তি ফরম বিতরণও ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলার কথা আছে। ভর্তি ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলো এই নিয়ম মানছে না। রাজধানীর অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলের ভর্তি ফরমের মূল্য ২০০ থেকে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। বিষয়টির প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) নজর দেয়া উচিত। একই যাত্রায় দু'রকম নিয়ম থাকা উচিত হবে না। অনেক বেসরকারি স্কুল ভর্তি ফরম বিক্রি করে মোটা অঙ্কের টাকা অর্জনের তালে থাকে।

বিশেষ করে সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য অভিভাবকদের দীর্ঘলাইন দেখা যাচ্ছে। স্কুলে ভর্তি হওয়া অথবা এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যাওয়া একটা বিড়ম্বনা বটে এবং অভিভাবকদের হয়রানির মুখে পড়তে হয়। আজকাল কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার পরও নির্দিষ্ট স্কুল থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। মাউশির ওয়েবসাইট থেকে ফরম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ভর্তি ফরম জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে অভিভাবকদের হয়রানি কমত। চাহিদার চেয়ে মানসম্মত স্কুল কম হওয়ার জন্য ভর্তিযুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যায়। একই কারণে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যাওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে রাজধানীর সব সরকারি-বেসরকারি স্কুলকে মানসম্মত করার চেষ্টা করতে হবে। এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয় স্কুলের মানের তারতম্যের জন্য। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিষয়টির দিকে নজর দিলে ভাল করবে।